মৃণাল সেনের ‘আমার ভুবন’

অণকুমার রায়

মৃণাল সেন দীর্ঘ আট বছর পরে আবার ছবি করছেন এ-খবর জানার সময় থেকেই ছবি দেখার কৌতুহল ছিল। কারণ এই আট বছরে সময় অনেক বদলেছে, বদলেছে পৃথিবীর চেহারা। পরিচালক যিনি সময়ের অন্যতম রূপকার তিনি কিভাবে কি বিষয়ে ছবি করছেন স্বাভাবিকভাবেই সেটা জানার অদম্য আগ্রহ ছিল। যখন দেখলাম ছবির নাম হয়েছে--- ‘আমার ভুবন’। তখনই রবীন্দ্রনাথের সেই চির পরিচিত লাইনগুলি মনে আছড়ে পড়লো--- ‘কণ্ঠ আমার দ্ধ আজিকে/ বাঁশি সংগীত হারা /অমাবস্যার কারা / লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে .....।’

না! ছবি দেখে বুঝলাম ‘আমার ভূবন’-এ পরিচালক বেঁচে থাকার কথা বলেছেন। তাঁর ভুবন লুপ্ত হয়নি। বাইরের দমবন্ধ করা অস্বস্তিকর অবস্থায় যুদ্ধবাজদের--- দাঙ্গাবাজদের --- ধর্মীয় ভণ্ডতার বিদ্ধে এই ছবি এক অভিনব প্রতিবাদ।

মৃণাল সেন এই ছবির আগে ২৭টি ছবি করেছেন। কাজেই ২৮ নম্বর ছবি দেখতে যাওয়ার সময়ে পুরানো ছবির অনেক ব্যাপারই মনে ভীড় করেছিল। মহাপৃথিবী ছবি থেকেই দেখেছি মৃণালদা ক্রমশ মানুষের মনের গহনে প্রবেশ করছেন। সম্পর্কের জটিলতা ছেড়ে অন্তর্নিহিত সত্যের দিকে ঝুঁকছেন। কিন্তু চলচ্চিত্র তো শুধু দেখায় না, ভাবায়ও। ফলে কলকাতা-৭১, পদাতিক, কোরাসের সময়কার তথ্য-নির্ভর উপস্থাপনা থেকে আমরা যে সত্যে পৌঁছতে চেয়েছিলাম সেই রীতির পরিবর্তন হয়ে একদিন প্রতিদিন বা খারিজ-এর মতো ছবি পেয়েছি যেখানে মধ্যবিত্ত সমাজের মূল্যবোধ আঁকড়ে থাকার অদম্য আকুতি প্রকাশ পেয়েছে।

কিন্তু এখানে মূল চরিত্রেরা গ্রাম্য মজুর সঙ্গে উঠতি বড়লোক খুড়তুতো ভাই। মৃণাল সেন এদের মতো নিম্ন মধ্যবিত্তদের নিয়ে এর আগেও ছবি করেছেন। যেমন, ওকা উরি কথা বা মাটির মনিষ। কিন্তু পুর্বোক্ত দুটো ছবির থেকে এই ছবিটা অনেকটাই তফাতে। এই তফাৎ কিভাবে ঘটেছে দেখতে গেলে আমাদের ছবির বিশ্লেষণে যেতে হবে। তাই অন্য কোন প্রসঙ্গে না গিয়ে ছবির বিষয়ে আসি। নাম দেখানোর পর ছবির পর্দায় ভেসে ওঠে কয়েকটি কথাঃ পৃথিবী ভাঙছে , পুড়ছে , ছিন্নভিন্ন হচ্ছে তবুও মানুষ বেঁচেবর্তে থাকে মমত্বে ভালোবাসায় সহমর্মিতায়। ছবির শুতে এই কথা বলে দেওয়ার জন্য আমাদের মানসিক প্রস্তুতি শু হয়ে যায়। কিন্তু কেন কথার এই ব্যবহার? কাহিনীচিত্রের আদলে কথা এসে যে বার্তা পৌঁছানোর চেষ্টা করে তা কি ছবির থেকে বেরোয় না?

ছবি শু হলে বেশ কিছু সেকেন্ড আমরা দেখি অন্ধকার আকাশে মিসাইল ছুটে যাচ্ছে, বুঝতে পারি মার্কিনীদের আফগানিস্তান আক্রমণ। রাতের অন্ধকারের দৃশ্যের পর একটি স্থির দৃশ্যে ক্যামেরা আটকে থাকে। বাঁদিকে একটি গাছ। গাছের পাশ দিয়ে দেখা যায় দুরে বেশ কি ছু জলাশয় রাস্তা দিয়ে ঘেরা। আমরা বুঝি কোন ভেড়ি অঞ্চল। পর্দার বুকে দুরে ফ্রেমের ডানদিকথেকে একটা কিছু দ্রুত বেগে এগিয়ে আসতে দেখা যায়। সাউন্ড ট্র্যাকে অল্পক্ষণ পরে মোটর সাইকেলের আওয়াজ ক্রমশ জোর থেকে জোরালো হয়ে উঠতে থাকে। ক্যামেরাও আস্তে আস্তে ডানদিকে প্যান করতে থাকে। সাউন্ড্ট্র্যাকে মোটর সাইকেলের ক্রমবর্ধমান ধবনি আমাদের আচ্ছন্ন করতে থাকে। মোটর সাইকেল দ্রুত ফ্রেমের ডানদিকে দিয়ে ফ্রেম আউট হয়ে যায়। ক্যামেরা প্যান করে এসে বাঁদিকে জলা-জায়গায় দু’জনকে ধরে একটি ১০/১২ বছরের ছেলে সঙ্গে মাঝবয়সী একজন ক্ষেতমজুর। দু’জনে মোটরসাইকেলের গমনপথের দিকে তাকিয়ে। ছেলেটি কে আববা? ক্ষেত মজুর নূর ভাই।

এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়পর্বের পর ফ্রেমে আবার আসে মোটর সাইকেলটি। মফঃস্বলের রাস্তার মাঝখান দিয়ে নূরমোটর স

াইকেল চড়ে আসছে। ফ্রেমটা বেশ অনেকক্ষণ পর্দায় থাকে। মোটর সাইকেলের ঠিক আগে চলমান কোন যান থেকে ক্য ামেরা তাকে ধরে। মাঝে মাঝে নূর তার বাঁহাত দিয়ে চুল ঠিক করে কিংবা পরিচিত কাউকে দেখলে বাঁ হাত নাড়ায়। মে াটর সাইকেলের ধবনি ছাপিয়ে নেপথ্যে ধারাভাষ্য আসে। আমরা জানতে পারি ছবির মূল চরিত্র নূর, মেহের, সকিনা, শ াহাজাদা সকলের পরিচয়। ধারাভাষ্য থাকায় ছবির কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায়। পাঁচ-ছয় বছরের অতীত ইতিহাস ম াত্র কয়েকমিনিটে ধারাভাষ্যের সাহায্যে বলে দেওয়ায় ছবির মূল বিষয় পৌঁছতে অনেক সুবিধা হয়েছে। অবশ্য এই ধার াভাষ্যের ব্যাপারটা ছবির মধ্যে পরে আরও একবার এসেছে যখন সকিনা দাই-এর কাজ করতে যাচ্ছে।

গরীব ক্ষেতমজুর বা দিনমজুর মেহের-এর স্ত্রী সকিনা, মেয়ে ও ছেলেদের নিয়ে সংসার। অভাব থাকলেও পরস্পরের প্রতি ভালবাসায় সেই অভাববোধ থাকে না। ছোট্ট জগতে মূলত প্রধান কয়েকটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে পরিচালক দেখাতে চান বর্তমানে তারা প্রত্যেকেই কিভাবে বেঁচে আছে। যেখানে তাঁরা পুরানো প্রেমের মানসিক টানা-পোড়েনে বাঁধা। যে ঘটনার জন্য তারা কেউ দায়ী নয়। নূর দাদার পরামর্শে সকিনাকে তালাক দিয়েছিল এবং সকিনার বিয়ে হয় খুড়তুতো ভাই মেহেরের সঙ্গে। এরপর নূর সৌদি আরবে চলে যায়, টাকা-পয়সা উপায় করে গ্রামে ফিরে আসা। ছবি এখান থেকে শু হয়। নূর ফিরে এসে কিন্তু পাল্টায় না। গ্রামের মানুষদের জন্য কিছু অর্থসংস্থানের জন্য সর্বদা সে চিন্তিত। যদিও সে স্বল্পভ াষী কিন্তু তাদের আনন্দে সেও আনন্দিত হয় যা তার মুখের ভাবভঙ্গি বলে দেয়। গ্রামের মানুষ, যাদের কাছে তথাকথিত শিক্ষা না থাকলেও যে কোন সমস্যাকে তারা কিভাবে সমাধান করে তা এই ছবিতে আছে।

ভারতবর্ষের নাম-না-জানা অখ্যাত গ্রামের দরিদ্র মানুষদের জীবনে বেঁচে থাকার মূলমন্ত্র আবিষ্কার করতে চেয়েছেন মৃণ াল সেন তাই ছোটখাটো ভাবের দোলাচল, ছোট চাহিদা তাদের জীবনযাত্রায় কিভাবে প্রভাব ফেলে তা দেখাতে চেয়েছেন। পরিচালক তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির মানবিক চেহারাটা ধরতে চেয়েছেন। বাহিরের সামাজিক আস্তরণ বা মোড়ক-মোড়া চেহারাটা নয় সেইজন্য মুসলিম হলেও নামাজ নেই, বা পরিচিত আজান নেই। কাহিনীর মধ্যে যুক্ত হয়েছে সকিনার একটি নথের ব্যাপার। নথটি নূর তার প্রথম স্ত্রী সকিনাকে দিয়েছিল এবং ব্যাপারটি গোপনই ছিল। শেষে এসে আমরা দর্শকেরা জানতে পারি পুরো ঘটনাটি । ছবির মধ্যে দেখি সকিনা একবার নথটি নিয়ে নাড়াচাড়া করে, পরে একদিন হঠাৎ মেহের তাকে নথপরা অবস্থায় দেখতে চায় ।সকিনা চায়নি অন্যের দেওয়া নথ পরে মেহের তাকে দেখুক। মেহের তাকে অ াপাতভাবে ভুল বোঝে। পরে সকিনা তার হাতে নথটি তুলে দিয়ে বলে ওটি বাঁধা রেখে রহমত আলির ধার মিটিয়ে দিতে। মেহের সোজা চলে যায় খালাতো ভাই নূরের কাছে। এখানে দু-ভাইয়ের সংলাপ চরিত্রগুলির যথার্থ পরিচায়ক। নূর-এর দেওয়া টাকায় সকিনার ইচ্ছাপূরণ করার জন্য মেহের একটি রেডিও কিনে আনে। অর্থাৎ সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সকিনার যে অলংকারের প্রতি টান সেটা পরিবর্তিত হয়ে তার বর্তমান অবস্থার সঙ্গে খাপ খেয়ে বড় জোর একটা রেডিও বা হাওয়াই চটিতে আটকায়। এইভাবেই পরিচালক অদ্ভুত বুননে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির মানসিক গড়নকে তুলে ধরেন।

মেহেরের বাড়িতে জ্বলে হ্যারিকেন আর নূর-এর বাড়িতে টিউব লাইট, ইলেকট্রিক রেজার, হেয়ার ড্রাই মেসিন অথচ ক ারোরই কারোর ওপর কোন ক্ষোভ নেই বেশ একটা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। নূরের মতো চরিত্র যে বাইরে থেকে পয়সা উপার্জন করে এসেছে, গ্রামের পথে মোটর সাইকেলে যাতায়াত করে, সেও কিন্তু গ্রামের মানুষদের জন্য কিছু করতে চ ায়, সকলের খোঁজ-খবর করে, পুরানো বন্ধুদের দেখে চিনতে পারে। এই ভাবে প্রত্যেকটি চরিত্রই হয়ে উঠেছে শান্ত, ক্ষে াভহীন, তৃপ্ত এবং সবাই মিলে তৈরি করেছে এক নতুন ভবন। যেখানে যুদ্ধ নেই, দাঙ্গা নেই, নেই ক্ষোভ-বিক্ষোভ।

ছবিটির মধ্যে চলচ্চিত্রকার চার্লি চ্যাপলিনের প্রতি পরিচালকের শ্রদ্ধার প্রকাশ আছে। রহমতের সঙ্গে মেহেরের সম্পর্ক চোর-পুলিশের মতো। আবার মতীন চাচার সঙ্গে নূরের কথায় জানা যায় ছোটবেলায় মেহের আর নূর চোর-পুলিশ খেলত। নূর হতো পুলিশ আর মেহের চোর। পুলিশ কখনও চোরকে ধরতে পারেনি। চার্লির ১৯১৭ সালের ছবি 'দি এ্যাডভেঞ্চার' ছবিতেও চোর-পুলিশের দৃশ্য আছে যার সঙ্গে প্যারালাল কাটিং করে বাস্তবে মেহের-রহমতের দৃশ্য এসেছে। এখানেও পরিচালক মজা করেছেন। মেহের-রহমতের দৃশ্যটা দু'ভাগে ভাগ করে দেখিয়েছেন। পরে যখন ব্যবহার হয়েছে তখন সেটা ফ্লাশব্যাক হিসেবে এসেছে মেহেরের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। অবশ্যই প্রথম অংশ ব্যবহারে কৌতুহলটা জেগে ছিল ক ারণ গোটা ঘটনাটা দেখানো হয় নি।

রেডিও নিয়ে যখন মেহের ঘরে ফেরে নতুন রেডিও-তে বেজে ওঠে---'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে...' রবীন্দ্রসংগীত। এই গানটি ব

াংলা ছবিতে বোধ হয় বার চারেক ব্যবহৃত হল। সত্যজিৎ রায়ের চালতা ছবির এটাই থীম মিউজিক ছিল। এখানে বিশেষ করে লক্ষ্য করার গানের কোরিওগ্রাফি। বিশেষ করে ক্যামেরা যেভাবে প্রায় ভেসে গিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসা সকিনার আনন্দোজ্জ্বল মুখকে ধরে এবং ফ্রেমের বাঁদিক থেকে মেয়ে এবং ডানদিকে থেকে ছেলে এবং মেহেরের বসে থাকা এবং উঠে পড়ে উঠোনের মাঝখানে পৌঁছানো সমস্তই ক্যামেরা কয়েকটি শটে সংগীতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ধরেছে, গ ানের অংশের সম্পাদনা অতি চমৎকার। এই গানটির প্রয়োগ দুবার ঘটেছে। প্রথমবার এসেছে চরিত্রগুলির আনন্দ বোঝ ানোর জন্য যা গানের সঙ্গে ক্যামেরার গতিময়তায় সম্পূর্ণ পরিস্ফু ট হয়েছে। দ্বিতীয়বারের প্রয়োগ সচেতনভাবে ছবির মূল বক্তব্য পেশ করার জন্য পরিচালক ব্যবহার করেছেন।

সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। রেডিও-র ব্যবহার তিনবার হয়েছে। একবার নতুন রেডিও কিনে মেহেরের ঘরে ফেরার সময়ে, ম াঝে সেলুনে চটুল হিন্দী গান বাজে, শেষবার --- 'ও আলোর পথযাত্রী' গান শোনা যায়। হয়তো বা পরিচালক আনন্দে ভরপুর নির্মল হৃদয়ের মানুষের ওপর রবীন্দ্রসংগীত ও মানুষের জাগরণের গান বইবার ভার দিয়ে ফেললেন।

ছবির শেষের সিকোয়েন্সটি নূর-এর বাড়িতে দাওয়াৎকে ঘিরে। মেহেরের বড় ছেলেকে নূর আগের দিনই বাড়িতে নিয়ে য ায়। যার চোখে মোটর সাইকেল এক বিস্ময়। তার জাগরণে-শয়নে মোটর সাইকেল তাকে ধাওয়া করে। ঘুমের মধ্যে যে গাড়ি চালাতে থাকে কিংবা স্কুল থেকে ফিরে উঠোন জুড়ে মুখে গাড়ির আওয়াজ করতে করতে ঘুরপাক খায়। তার ধাক্কায় মা-সকিনাও মাটিতে পড়ে যায়। মেয়েটি মায়ের কোল-ঘেষাঁ। তাই ছোটভাইকে ভুলানো বা মার চুল আঁচড়াতে তার কে ান কষ্ট নেই। দাওয়াতের দিনে নথটা সকিনা যাতে পরে আসে সেইজন্য নূর নথটা মেহেরকে ফেরৎ দিয়ে এসেছিল। সকিনা সে সময়ে বাড়িতে ছিল না। পরে সে শোনে। তার পরের দিন সকালে স্নান টান সেরে সে যখন ঘরে ঢোকে মেহের বিছানায় শুয়ে শুয়ে তার দিকে তাকিয়ে বলে --- তুই গোশল করলে তোকে এ্যাতো সুন্দর দেখায় না। যেই সকিনা একথা শোনে সে নথটা ফেরৎ দিয়ে আসার জন্য বলে। আমাদের কাছে তখন পরিষ্কার হয় কেন সেদিন রাতে নথ পরে সকিনা কেঁদেছিল। মেহের যখন নথ ছাড়াই তাকে সুন্দর দেখে তখন নথের কি দরকার! সকিনা নথ ফেরৎ দিয়ে আসতে বলে, সে অতীতের সম্পর্কের স্মৃতিটুকু বয়ে বেড়াতে চায় না। তাই বলে সকিনার নূরদের প্রতি কোন কৌতুহল বা সহমর্মিতা নেই ত া নয়। সে বোঝে সন্তানহীন নূরের স্ত্রীর দুঃখ বা নূরের প্রতি তার অতীতের ভালবাসার টান এখনও কেমন মায়াময়তার অ াচ্ছন্ন করে রেখেছে নূরকে। এসব বোঝাতে পরিচালক কিন্তু মাত্র কয়েকটি দৃশ্য বা মুহূর্তকে বেছে নিয়েছেন--- মেহেরের ব াড়িতে নূরের আগমণ, জল খেতে চাওয়া, জলের গ্লাস দাওয়ায় রাখতে গিয়ে গ্লাস পড়ে যাওয়া, পুকুরঘাটে বাসন ম াজতে গিয়ে ধাবমান মোটর সাইকেলের আওয়াজ শুনে ত্রস্ত পায়ে সকিনার দাওয়ায় ওঠা বা ভগ্ন জমিদার বাড়িতে সকিন ার গলার হাসি শুনে মতীন চাচার সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে দেখে ঝুড়িতে আধলা ইট কুড়োচ্ছে সকিনা। নূরের এগিয়ে গিয়ে ত ার মাথায় ঝুড়িটা তুলে নিতে সাহায্য করা।

দাওয়াতের দিনে সকলে ভিড় করেছে। নূর অপেক্ষা করছে মেহেরদের জন্য। কিন্তু কেউ আসে না। হঠাৎ পাকা লম্বা দাড়ি চুলওয়ালা এক মানুষের আর্বিভাব ঘটে। যার চাহনিতে, কথা বলার ভঙ্গিতে আনন্দ ঠিকরে পড়ছে। অনেকটা রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদা গোছের। যিনি অকারণে এসে পড়ে বুঝিয়ে দেন মাটির টানই বড় টান। যে টানে নূর টাকার প্রলোভন ছেড়ে চলে এসেছে। গ্রামের মানুষদের খাইয়ে, কাজ দিয়ে তাদের সুখ-দুঃখের সাথী হতে চায়, সহমর্মী হতে চায়। এই সহমর্মিতার চিহ্ন 'আমার ভুবন' ছবির সর্বাঙ্গে। সব চরিত্রই পরস্পর পরস্পরের প্রতি এক ভালবাসা, সহমর্মিতার বাঁধনে যেন বাঁধা।

আসলে জগৎ তো এমন নয়। সেখানে শ্রেণী, জাত-পাত, গরিবী-বড়লোকী ব্যাপার মানুষে মানুষে তফাৎ করে রেখেছে। মৃণাল সেন তাই যে জগৎ সৃষ্টি করার চেষ্টা করলেন তা একান্তই তার নিজস্ব মনোজগৎ। যেখানে নাচে জন্ম, নাচে মৃত্যু দিবারাত্র তাতা থই থই। যেখানে নাচে মুক্তি, নাচে বন্ধ। কী আনন্দ! কী আনন্দ! আনন্দের চোখ দিয়ে জগৎকে দেখার চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাই পরিচালকের রবীন্দ্রসংগীতের ব্যবহার যথার্থ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় পরিচালক খুঁজে পেয়েছেন নিজের ভাষা। এই 'আনন্দ ভুবন' সবাই চায়। হয়তো এই কারণেই ছবির নাম স্বদেশ না হয়ে হয়েছে 'আমার ভুবন'। যে ভুবনের কথা ছবির শেষ দৃশ্যে সিনেমার ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। দাওয়াতের অনুষ্ঠানে সবাই খেতে চলে যাওয়ার পর মেহের, স্ত্রী সকিনার কোলে ছোট ছেলে ও মেয়েকে নিয়ে আসে। সামনে অনেক চেয়ার ওলট-পালট করা, বসার প্রয়ে াজন নেই। কেউ অভ্যর্থনা করার নেই। তারা কিন্তু কিন্তু করতে থাকে, চলে যাবার কথাও বলে। তখন সকিনার ছেলের

গলা শুনে তাকে ডাকতে বলে, সাজোর হাত ধরে নূর ও তার স্ত্রী বারান্দায় বেরিয়ে আসে। সিঁড়ি থেকে নামে। শেষ ধাপে এসে তার হাত ছিটকে সাজো বেরিয়ে চলে আসে মাটিতে যেখানে তার বাবা মেহের, মা সকিনা, ভাই দিদিকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছবি এখানে ফ্রিজ হয় সঙ্গে সঙ্গে ঢিমে লয়ে শু হয় 'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে' গানের সুর তার সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে শটগুলি আসে, মেহেরের রেডিও নিয়ে ঢোকার দৃশ্য, ঘর থেকে সকিনার দাওয়ায় বেরিয়ে আসার দৃশ্য, নূর ও সকিনার একসঙ্গে গ্লাস তুলতে যাওয়ার শট, বা সকিনার মাথায় ইটের ঝুড়ি তুলে দেওয়ার সময় নূর-সকিনার মধ্যে চোখাচোখি, শেষে আসে নূর-এর বাড়ির দৃশ্য (ফ্রিজ শট)। যেখানে হাত ছাড়িয়ে সাজো চলে আসছে মেহেরদের দিকে, নূরের হাত বাড়ানো থাকে, তার স্ত্রীও কয়েক ধাপ নেমে এসেছে কিন্তু মাটিতে পৌঁছয়নি। ছবি শেষ হয়। আমরা "মৃণাল সেনের ভুবন" থেকে ফিরে আসি আমাদের ভুবনে।

এই জন্য মনে হয়, পৃথিবী ভাঙছে, পুড়ছে, মানুষ ছিন্নভিন্ন হচ্ছে এটা ছবির গোড়াতে লেখা হিসেবেই থেকে যায়। ছবিটা মানুষের মমত্বে, ভালবাসায় সহমর্মিতায় বেঁচে বর্তে থাকার কাহিনীতে রূপান্তরিত হয়। কারণ পৃথিবীতে বর্তমানে কি ঘটছে তার কয়েকটি দৃশ্য থাকলেও তা বাইরেই অবস্থান করছে। চরিত্রগুলি কোনোভাবেই বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে সংযুক্ত নয়। তারা যেন সময় কালহীন মানব স্রোতের চিরকালের নারী-পুষ যারা আনন্দময় জগতে নিজেরা নিজেদের ভূমিকায় অবতীর্ণ। পরিচালক মানুষ 'কিসের জোরে বেঁচে থাকে'-র অন্বেষণে বেরিয়ে যে জায়গায় পৌঁছেছেন তার মধ্যে আছে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, ভালবাসা। ঘৃণা নয়, হিংসা নয়, দরদী মনোভাব। মানুষের মত মহৎ প্রাণের অপচয় যে কিভাবে লোকসান ঘটায় তা গরীব গ্রাম্য মুসলমান (ধর্ম হিসেবে নয়, নাম হিসেবে)-দের আনন্দময় জীবনের মাধ্যমে মৃণাল সেন দেখালেন, যারা যুদ্ধ জানে না, দাঙ্গা জানে না তারা কত ভাল আছে। তাই বাইরের জগৎ থেকে মৃণাল সেন আশ্রয় নেন নিজের গড়া এই 'আমার ভুবনে'।

---- ----

আমার ভুবন ঃ প্রযোজনা ঃ পি. ভি. গুপ্তা,
কাহিনী ঃ আফসার আহমেদ, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ঃ মৃণাল সেন,
চিত্র গ্রহণ ঃ অভীক মুখোপাধ্যায়, সম্পাদনা ঃ মৃন্ময় চক্রবর্তী
শিল্প নির্দেশনা ঃ গৌতম বসু, সংগীত পরিচালনা ঃ দেবজ্যোতি মিশ্র।
অভিনয়ে ঃ নন্দিতা দাশ, শান্ত চ্যাটার্জী, কৌশিক সেন, রিয়া ভট্টাচার্য, বিভাস চক্রবর্তী, অসিত বসু প্রমুখ।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com